গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমবায় কার্যালয়,
পাইকগাছা,খুলনা।
cooparative.paikgasa.khulna.gov.bd

আমাদের অর্জনসমূহ:

সমবায়ের ভুমিকা: এই উপমহাদেশে সমবায়ের যাত্রা শুরু হয় ১৯০৪ সালে। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ সালে তৎকালিন কৃষি ও সমবায় মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে এই দেশে সমবায়ের গতি বেগবান হয়। ১৯৭১ সালে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে, এই যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে আবির্ভূত হয় বিশ্বের মানচিত্রে এক নতুন রাষ্ট্র আমাদের বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগেই বাংলাদেশের সংবিধানে ১৩(খ) তে সমবায় মালিকানার বিষয়টি সংযুক্ত হয়।

রুপকল্প (Vision): টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়ন।

অভিলক্ষ (Mission): সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবা খাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা

০১) নিবন্ধনকৃত সমিতির সংখ্যা:

সমবায় বিভাগীয় সমবায় সমিতির সংখ্যা	বি.আর.ডি.বি ভূক্ত সমবায় সমিতির সংখ্যা	সর্বমোট
কেন্দ্রীয়-০১ টি	কেন্দ্রীয়-০১ টি	০২ টি
প্রাথমিক-৩৩৯ টি	প্রাথমিক-৮১ টি	৪২০টি
সিআইজি-১৫০টি	০	১৫০টি
রাড়ুলী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি: ১৪৬ টি	০	১৪৬ টি

০২) কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির তথ্য: (লক্ষ টাকায়)

কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির নাম	সদস্য সমিতি	শেয়ার মূলধন	সঞ্চয় আমানত	কর্জ দেনা	কার্যকরী মূলধন
রাড়ুলী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি:	১৪৬ টি	৫.৪১	১৫.২৫	৪২.৪৫	৮২.৯২
পাইকগাছা ইউসিসি এ লি:	৮১ টি	৪৭.৯০	১৩৪.২০	৩৩৬.২১	৩০২.১১

০৩) প্রাথমিক সমবায় সমিতির তথ্য: (লক্ষ টাকায়)

সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	শেয়ার মূলধন	সঞ্চয় আমানত	কর্জ দেনা	কার্যকরী মূলধন
৭১৬ টি	২০৯৮০ জন	২৯৮.৮৪	৭৮৫.৮৬	৩১৪.৫৫	৮৭৫.৭৩

০৪) সরকারি রাজস্ব আদায়ের তথ্য:

বিবরণ	ধার্যকৃত অর্থ বছর	মোট ধার্য (টাকা)	মোট আদায় (টাকা)	আদায়ের শতকরা হার
অডিট ফি	২০২১-২২	২৮৬৫২০/-	২৮৬৫২০/-	১০০%
সমবায় উন্নয়ন তহবিল	২০২১-২২	২০৩৯৯৮/-	২০৩৯৯৮/-	১০০%
নিবন্ধন ফি	২০২৩-২৪	--	৩৬০০/-	--

০৫) সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ:

প্রশিক্ষণ বর্ষ	ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ	নিবন্ধণপূর্ব প্রশিক্ষণ	আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়াতন, খুলনা।	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, কুমিল্লা	স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি	
					পুরুষ	মহিলা
২০২২-২৩	১২৫ জন	২০০ জন	২৫ জন	০৬ জন	১২০০জন	৮৪০ জন

০৬) পাইকগাছা উপজেলার বিভিন্ন প্রকল্পসমূহ:

ক) আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২): (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা	শেয়ার মূলধন	সঞ্চয় আমানত	আবাসন থেকে ছাড়কৃত টাকা	মোট বিতরণকৃত ঋণ	মোট ঋণের আসল আদায়	আদায়ের শতকরা হার
০১	সরল আশ্রয়ণ প্রকল্প(ফেইজ-২)	৫০জন	০.১৫	০.২১	৩৫০০০০	৮৯৫০০০	৪৭০০০০	৫২%
০২	গড়ইখালী আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	৯০জন	০.১৩	০.১৫	৪২০০০০	৪৫০০০০	২২০০০০	৪৯%
০৩	কুমখালী আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	৬০জন	০.১২	০.১৪	৪২০০০০	১০৫০০০০	৮৩১০০০	৭০%
০৪	চাঁদখালী আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	৬০জন	০.১০	০.২০	৪২০০০০	১৮০৫০০০	১৫৯৩০০০	৮৮%
০৫	নুরপুর আমিরপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	৬০জন	০.০৯	০.১১	৪২০০০০	৪৭৫০০০	২৭০০০০	৫৭%
০৬	কলমিবুনিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	৫০জন	০.১১	০.১৪	৩৫০০০০	৪৫০০০০	২৯৩০০০	৬৫%
০৭	চরকপোতাক্ষী আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	৮০জন	০.১৮	০.১৬	৫৬০০০০	১১৬০০০০	৫৫০০০০	৪৭%
০৮	পুটিমারী আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	৯০জন	০.১৬	০.১৭	৬৩০০০০	৬০০০০০	৩১২০০০	৫২%
০৯	হাচিমপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	৬০জন	০.১০	০.২৫	৪২০০০০	৭৫০০০০	৪১১০০০	৫৫%
১০	রাড়ুলী খেয়াঘাট আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	৫০জন	০.০৩	০.১২	৩৫০০০০	প্রকল্প দপ্তরে ঋণ ফেরৎ	৩৫০০০০	০
১১	হেতালবুনিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	৪০জন	০.১৪	০.১৯	২৮০০০০		২৮০০০০	0

১২	হরিখালীর চক আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	৪০জন	০.০৯	০.১৪	২৮০০০০	প্রদান করা হয়েছে	২৮০০০০	0
১৩	বিলপরানমালী আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	৫০জন	০.১০	০.১৬	৩৫০০০০		৩৫০০০০	0
১৪	আলোকদিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২	৫০জন	০.১১	০.১৫	৩৫০০০০		৩৫০০০০	0
১৫	পতন আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	৯০জন	০.০৮	০.১০	৬৩০০০০		৬৩০০০০	0
১৬	চক চাঁদমুখী ফেইজ-২ প্রকল্প	৬০	০	০	০	০	০	০

খ) আশ্রয়ণ -২ প্রকল্প: (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা	শেয়ার মূলধন	সঞ্চয় আমানত	আবাসন থেকে ছাড়কৃত টাকা	মোট বিতরণকৃত ঋণ	মোট ঋণের আসল আদায়	আদায়ের শতকরা হার
০১	বেতবুনিয়া আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প	৭০	০.১৫	০.১৯	১৪০০০০০	১৪০০০০০	১৪০০০০০	১০০%

গ) আশ্রয়ণ -২ প্রকল্প: মুজিবর্ষ নিবন্ধীত সমবায় সমিতি।(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা	শেয়ার মূলধন	সঞ্চয় আমানত	আবাসন থেকে ছাড়কৃত টাকা	মোট বিতরণকৃত ঋণ	মোট ঋণের আসল আদায়	আদায়ের শতকরা হার
০১	দেবদুয়ার আশ্রয়ন সমবায় সমিতি লিঃ	৫৫	০.০৫	০.৫৫	০	০	০	০
০২	কাশিমনগর আশ্রয়ন সমবায় সমিতি লিঃ	২৩	০.০২	০.০২	০	০	০	০
০৩	রহিমপুর আশ্রয়ন সমবায় সমিতি লিঃ	৩০	০.০৩	০.০৩	০	০	০	০
০৪	বাইশারাবাদ আশ্রয়ন সমবায় সমিতি লিঃ	৯২	০.০৯	০.০৯	০	০	০	০
০৫	হিতামপুর আশ্রয়ন সমবায় সমিতি লিঃ	৪২	০.০৪	০.০৪	০	০	০	০
০৬	কুমখালী আশ্রয়ন সমবায় সমিতি লিঃ	৬৯	০.০৭	০.০৭	০	০	০	০
০৭	গড়েরআবাদ আশ্রয়ন সমবায় সমিতি লিঃ	২৫	০.০৩	০.০৩	০	০	০	০
০৮	বাকারবাগ আশ্রয়ন সমবায় সমিতি লিঃ	৩১	০.০৩	০.০৩	০	০	০	০
০৯	বোয়ালিয়া ব্রিজ সংলগ্ন আশ্রয়ন সমবায় সমিতি লিঃ	৮৬	০.০৯	০.০৯	০	০	০	০

ঘ) দুগ্ধ ও উৎপাদন প্রকল্প: (লক্ষ টাকায়)

প্রকল্প সংক্ষেপ:

প্রকল্প এলাকা:): দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি উপজেলাব্যাপী।

➢ **উপকারভোগী: ১৩৭ জন (পুরুষ-৭৯ জন ও মহিলা-৫৮ জন)**

অগ্রগতি: "দুগ্ধ উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে খুলনা জেলার সমবায় কার্যক্রম বিস্তৃতিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পে খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলায় ১৩৭ উপকারভোগীদের মধ্যে জন প্রতি ১,০৫,০০০/- (এক লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা ঋণ বিতরণ করে গাভি পালন করে লাভজনক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এ পর্যন্ত ১৩৭ জন উপকারভোগীদের মধ্যে জন প্রতি ১,০৫,০০০/- (এক লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা করে মোট ঋণ বিতরণ ১৩৭.৫০,০০০/- টাকা। এছাড়াও ২০০ জনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

উপজেলার নাম	সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	শেয়ার মূলধন	সঞ্চয় আমানত	বিতরণ কৃত ঋণ (লক্ষ টাকা)	ঋণ আদায়ের শতকরা হার
পাইকগাছা	০১টি	১৩৭ জন	৩.৪৯	৪.৮৫	১৩৭.৫০	৭৩%

ঙ) বঙ্গমাতা প্রকল্প : (লক্ষ টাকায়)

বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারী সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃজন প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার ২২ (বাইশ) জন মহিলা সদস্য নিয়ে সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়।

উপজেলার নাম	সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	শেয়ার মূলধন	সঞ্চয় আমানত
পাইকগাছা	০১ টি	২২ জন	০.২২	০.২২

চ) সিআইজি প্রকল্প: (লক্ষ টাকায়)

উপজেলার নাম	পাইকগাছা			
	সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	শেয়ার মূলধন	সঞ্চয় আমানত
কৃষি	১০০	২০০০	২০.০০	২০.০০
মৎস্য	২০	৪০০	৪.০০	৪.০০
প্রাণী সম্পদ	৩০	৬০০	৬.০০	৬.০০

ছ) মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি: (লক্ষ টাকায়)

খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলাধীন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্যদের ভাগ্য উন্নয়নে মাছ ছাষের জন্য মাছের পোনা ও উপকরণ সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। এর ফলে অর্থ অভাবে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির জলমহাল লিজ দেয়ার প্রবণতা হ্রাস পাবে এবং সদস্যদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। এছাড়া এই উপজেলায় আমিষের ঘাটতি দুর হবে এবং মাছ চাষের মাধ্যমে অনেকের কর্মক্ষেত্র তৈরী হবে। বর্ষার পানিতে প্লাবিত হয়ে অধিকাংশ জলমহালগুলো মাটি ভরাট হয়ে গেছে। এমতাবস্থায়, জলমহালগুলো প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে খননের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	শেয়ার মূলধন	সঞ্চয় আমানত	কার্যকরী মূলধন	জলমহালের সংখ্যা
৩২ টি	৬৪০ জন	৬.৩২	৩২.৮৫	৩৮.৬৬	২৫ টি

জ) সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি: (লক্ষ টাকায়)

উপজেলার নাম	সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	শেয়ার মূলধন	সঞ্চয় আমানত	কর্জ দেনা	কার্যকরী মূলধন
পাইকগাছা	১৩ টি	৪১১৯জন	৫.৪৮	৭৫.৪৮	০.০০	৮০.৫৮

ঝ) মহিলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি: (লক্ষ টাকায়)

উপজেলার নাম	সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	শেয়ার মূলধন	সঞ্চয় আমানত	কর্জ দেনা	কার্যকরী মূলধন
পাইকগাছা	০১ টি	৪২ জন	০.৪০	১.১০	০	০.৬৭

০৭) জাতীয় সমবায় সমিতি পুরস্কার-২০২৩: ষোলআনা ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড, পাইকগাছা,খুলনা, এর ৫২তম জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২৩ (০৯): যুব,বিশেষ শ্রেণী,তাঁতীসহ অন্যান্য পেশাভিত্তিক শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। উক্ত সমবায় সমিতিটি সফল সমবায় সমিতি হিসাবে চিহ্নিত।

০৮) সমবায় সমিতি আইন ও সমবায় সমিতি বিধিমালা:

বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪০ সালের পুরাতন বঙ্গীয় সমবায় আইন বাতিল করে 'সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ-১৯৮৪' জারী করেন। উহা ১৪ জানুয়ারি ১৯৮৫ তারিখে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়। একই সালে সরকার সমবায় বিভাগের চাকুরি বিসিএস ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ সমবায় কলেজ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়। ১৯৮৭ সালে ২০ জানুয়ারি 'সমবায় সমিতি নিয়মাবলী -১৯৮৭' গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জারী করা হয়। এতে নির্বাচন সংক্রান্ত সমবায়ের নতুন বিধিমালাসহ অনেক বিধি প্রণয়ন ও সংশোধন করা হয়। ১৯৮৯ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মত সমবায় নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়। সমবায় বিভাগের আওতাধীন আটটি আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট উন্নয়ন প্রকল্পটি এ বছরই জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২০০১ সালে প্রথমবারের মত বাংলায় সমবায় আইন জারী করা হয়। ২০০২ সালে ২০০১ সালের সমবায় আইনের কতিপয় ধারা সংশোধন করে সংশোধিত আইন, ২০০২) জারী করা হয়। সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ ও সংশোধিত আইন ২০০২ এর সমর্থনে ২০০৪ সালে সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ জারী করা হয়। দারিদ্রমুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ায় সমবায় উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান এবং গণমুখী সমবায় আন্দোলনের দিকনির্দেশনার প্রয়োজনে ১৯৮৯ সালে প্রণীত সমবায় নীতিমালাকে যুগোপযোগী করে 'জাতীয় সমবায় নীতিমালা-২০১২ প্রণয়ন করা হয়। ২০১৩ সালে সমবায় আইনকে অধিকতর সংশোধন করে সংশোধিত সমবায় আইন-২০১৩ জারী করা হয়। এরপর সমবায় সমিতি আইনের সাথে সমর্থনে সংশোধিত সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০২০ জারী করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ। সমবায়কে তিনি উন্নয়নের অন্যতম প্রায়োগিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। সমবায় সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারা ছিল গভীর এবং ব্যাপক। ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে -এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।'

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে যে উন্নয়নের কার্যধারা এগিয়ে চলেছে, সেখানে সমবায় দিবসের গুরুত্ব সবাই অনুধাবন করতে সক্ষম। আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে দাঁড়ানোর জন্য এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সমবায় দিবস বারবারই আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। সব মিলিয়ে আমরা বলতে পারি, সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম, অব্যাহত প্রশিক্ষণ ও সমবায় আন্দোলন সম্পর্কিত গবেষণার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে সমবায় দিবসের তাৎপর্য।

এ সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সমবায় আন্দোলন অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। কৃষি ও ভোগ্য পণ্য উৎপাদন ও বিপণন, মৎস্য চাষ, দুগ্ধ উৎপাদন, প্রকিয়াজতকরণ এবং বিপণন, হস্তশিল্প, যানবাহন, আবাসন, মৌচাষ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমবায় সমিতিগুলো বিচরণ করছে। সমবায় গুলো দেশের গন্ডি পেরিয়ে তাদের উৎপাদিত পণ্য এখন বিদেশেও রপ্তানী করছে। দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন সেক্টরে সংগঠিত এ সব সমিতির সংখ্যা বর্তমানে প্রায় পৌনে দুই লক্ষ। দেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ এ সকল সমিতির সদস্য পদ গ্রহণ করে সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করেছে। যদি সমবায় খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও আর্থিক উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়, তাহলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ জাতির পিতার ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়া অনেকটাই সফল হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সমাপ্ত